কালেমা শাহাদাতের হাকীকত

‘আতিয়্যা মোহাম্মদ সাঈদ

অনুবাদ
এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

www.pathagar.com

কালেমা শাহাদাতের হাকীকত

মূল

আ'তিয়্যা মোহাম্মদ সাঈদ

অনুবাদ

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

আহসান পাবলিকেশন

কাঁটাবন ❑ বাংলাবাজার ❑ মগবাজার

www.pathagar.com

কালেমা শাহাদাতের হাকীকত
মূল ঃ আ'তিয়্যা মোহাম্মদ সাঈদ
অনুবাদ ঃ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

ISBN : 984-31-1369-1

স্বত্ব : অনুবাদক

Ahsan Publication

প্রকাশনায় ঃ
গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ১৯৯৮
তৃতীয় প্রকাশ
এপ্রিল, ২০০৬

কম্পোজ
মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহমদ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা মাত্র

KALEMA SHAHADATER HAKIKAT (Kalema Shahadat : A Revolutionary proclamation) written by Atiyya Muhammad Syyeed in Arabic and translated into Bengali by A. N. M. Serajul Islam and published by the Ahsan Publication, Dhaka First Edition March 1998 Third Edition April 2006. Price : Tk. 25.00 only (U. S. Dollar : 1.00)

AP-05/2006

www.pathagar.com

আমার জান্নাতবাসী মরহুম
আব্বাজানের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

কালেমায় বিশ্বাস থেকেই শুরু হয় মুমিনের সত্যিকার পরিচয়। কালেমা হচ্ছে এমন এক ঘোষণা, যা ব্যক্তির নিকট দাবী করে এক আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক তথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কালেমার সাক্ষ্য প্রদানের পর পরই ব্যক্তি তার চিন্তার জগতকে বিশুদ্ধ করে, কালেমার আলোকে গঠন করে তওহীদবাদী বিপ্লবী জীবন। কালেমার এই একটি মাত্র বাক্যই গোটা সমাজ ব্যবস্থার চেহারা পাল্টে দেয় আর গড়ে তোলে মহান ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

হিজরী পনের শ' শতাব্দীতে দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামী পুনর্জাগরণের যে ঢেউ শুরু হয়েছে, বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। আজ বাংলাদেশেও 'ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা' কায়েমের আওয়ায ধ্বনিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে কালেমার বাঞ্ছিত জীবন গঠন সম্পর্কে আলোচনার সবিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

লেখক আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ও পণ্ডিত ব্যক্তি। আরবী ভাষাভাষী হওয়ার কারণে সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে কালেমা শাহাদাতের মর্মার্থ তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিপুণতার সাথে। বাংলাদেশী পাঠকগণ আরব দেশের ইসলামী সাহিত্যের সাথে পরিচয় লাভ করার পাশাপাশি ইসলামের নিখুঁত ও অকৃত্রিম ধারণা গ্রহণ করতে পারবেন এ বই থেকে, যার ভিত্তিতে তাঁরাও সফল হবেন কালেমা শাহাদাতের লোভনীয় কাম্য জীবন গঠন করতে, এ আশাই আমরা পোষণ করি।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এটি 'কালেমা শাহাদাত : এক বিপ্লবী ঘোষণা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এবার তৃতীয় সংস্করণে নামটি পরিবর্তন করে 'কালেমা শাহাদাতের হাকীকত'– রাখা হয়েছে। দাওয়াতী কাজের হ্যান্ডবুক হিসেবে গ্রন্থটি খুবই উপযোগী।

বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা ও এর তীব্র প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই আমরা এই বইটি পুন:প্রকাশ করার উদ্যোগ নিই।

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

এই পুস্তকটি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুদানের ইখওয়ানুল মুসলিমীন আন্দোলনের নেতা আ'তিয়্যা মোহাম্মদ সাঈদের لا اله الا الله নামক আরবী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ।

এই বইতে লেখক কালেমার সাক্ষ্য, তাৎপর্য, দাবী ও এর বাস্তবায়নের অতীত সাফল্য এবং ঘোষণা কিভাবে আজও মানুষের মন ও আচরণে বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন করতে পারে, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। লেখক এই পুস্তকে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন, সেটি হল, এই কালেমায় এমন কি বিপ্লবী উপাদান রয়েছে যা বর্বর আরব জাতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করে দিয়েছিল এবং তাদেরকে সমাসীন করেছিল বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে। বলা বাহুল্য, কালেমার অনুশীলনের মাধ্যমেই লেখক উক্ত বিপ্লবী উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন এবং গোটা পুস্তকে নিখুঁতভাবে তা তুলে ধরেছেন এক সচেতন শিল্পীর মত। তাঁর বিশ্বাস, যে কেউ আজও কালেমার তাৎপর্য যথার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে এবং এর সত্যিকার বাস্তবায়নের দ্বারা বিপ্লবী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং পারে নির্যাতিত ও পশ্চাদপদ মানবতার বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করতে।

১৩/৯/১৯৭৯ইং

এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

প্রিয় ভাইয়েরা,

আপনাদের উদ্দেশ্যে লিখিত ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস সংক্রান্ত সিরিজের এটি হল আমার দ্বিতীয় পুস্তক। الى الله ايها الحائرون 'আল্লাহ্র পথের হে ক্লান্ত পথিক' নামক আমার প্রথম পুস্তকটি পাঠক ও সুধী সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হওয়ায় একই বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে আমি এই পুস্তিকাটি লেখার উৎসাহ বোধ করি।

এই পুস্তকে আমি ইসলামী আকীদা ও কালেমা শাহাদাতের পবিত্র বাঞ্ছিত জীবন পদ্ধতি বিশ্লেষণের মধ্যেই আমার প্রয়াস নিয়োজিত রেখেছি। পার্থিব জীবনে মুসলমানরা কি কারণে শক্তিশালী কিংবা দুর্বল হয় এবং এর উৎসগুলোই বা কি– এসব বিষয়ে জানার জন্য আমি এর গভীরে প্রবেশ করেছি। তখন থেকেই আমি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াতসমূহের উপর চিন্তা-ভাবনা শুরু করি এবং সীরাত গ্রন্থের পাতাসমূহ উল্টাতে থাকি। যে রহস্যটি জানার জন্য আমি এই কঠোর সাধনা শুরু করি, তা হল, নবী করীম (সা) আরব জাতির অন্তরে এমন কি বস্তু রেখে গেলেন যার বদৌলতে তারা অজ্ঞতা, মূর্খতা, গোমরাহী ও আদিম জীবন-যাপন পদ্ধতি

www.pathagar.com

থেকেই শুধু রক্ষা পেল না, বরং সমুন্নত আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হল এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তারা বিশ্ব নেতৃত্বের আসনও করল অলংকৃত।

সকাল-সন্ধ্যা ও প্রত্যেক আযান ইকামতে মুসলমানের উচ্চারিত মহান কালেমা শাহাদাতের মধ্যে যে এক বিরাট শক্তি-রহস্য গুপ্তভাবে বিরাজমান, তা অনুধাবন করতে পেরে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি।

বস্তুত মানব জীবনের ওপারে ইতিহাসের চাকা যেখানে গতিহীন, সেই আশ্চর্য ও রহস্যময় জগত সম্পর্কে জেনে সত্যিই অসহায় বোধ করতে হয়। কালেমা শাহাদাতের মূল কথা হল 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তিনিই সত্যিকারের উপাস্য, তিনি ভিন্ন আর সব উপাস্যই বাতিল। তিনি ছাড়া যেমন কোন উপাস্য নেই, তেমনি তিনি হচ্ছেন মহান স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানী। আল্লাহ্ হচ্ছেন একমাত্র উপাস্য, যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা, শক্তিধর ও সর্বশক্তিমান। তাঁর হাতেই রয়েছে আসমান-যমীন নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি।'

তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে জীবন আল্লাহ্র নিকট গিয়ে পৌঁছবে, বিশ্ব-ভুবন তাঁর আজ্ঞাবহ; বাস্তব ঘটনারাজি তাঁরই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, তাঁর একক হাতেই জাতিসত্তাসমূহের উত্থান-পতন ঘটে থাকে, তাঁর থেকেই যাত্রা শুরু এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ এর প্রতিই ঈমান এনেছিলেন এবং একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নিজেদের জীবন নিবেদিত করেছিলেন। এজন্য তাঁরা দুর্বল হননি কিংবা থেমে যাননি, যে পর্যন্ত না তাঁরা গোটা দুনিয়াকে আলো ও ইনসাফ দিয়ে ভরে দিয়েছিলেন এবং বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। অতঃপর পরবর্তী লোকদের মধ্যে যারা পশ্চাদগামী হয়েছে, অধিকন্তু যারা নামায ছেড়ে দিয়েছে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে অধঃপতিত করেছেন। তারা আজ দুর্গতি ও লাঞ্ছনার কালি মেখে প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য শিবিরের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।

আজকের মুসলমানদের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত করুণ ও বেদনা-দায়ক। দুনিয়ার

www.pathagar.com

নিকট তাদের কোন সম্মান ও মর্যাদা হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র কালেমা আঁকড়ে ধরে ও রাসূলে কারীম (সা)-এর ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হয়।

আমি এই বইতে আজকের মুসলমানদের বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে আলোচনা করেছি এবং তাদের ভ্রান্ত আকীদা ও ক্ষতিকর পরিস্থিতিগুলো সংশোধন করার প্রয়াস পেয়েছি। যদি কোথাও কঠোরতা প্রদর্শন করে থাকি, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সংশোধনের মনোবৃত্তি ছাড়া আমার মনে আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহ্ যতটুকু তওফীক দান করেছেন আমি ততটুকুই চেষ্টা করেছি, এর বেশী কিছু নয়।

ভূমিকা শেষ করার পূর্বে প্রকাশককে এই পুস্তক প্রকাশ ও মুসলিম বিশ্বে তা প্রচার করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ এই উদ্যোক্তাদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান দিন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

আ'তিয়্যা মোহাম্মদ সাঈদ
সুদান

www.pathagar.com

সূচী

কালেমা শাহাদাতের মর্মার্থ/১১

'ইলাহ্'-এর এক অর্থ স্রষ্টা/১৭

'ইলাহ্'-এর এক অর্থ রিযিকদাতা/১৯

জীবন ও মৃত্যু দানকারী অর্থে 'ইলাহ্'/২৩

দোয়া কবুলকারী অর্থে 'ইলাহ্'/৩৩

বুযুর্গ ভক্তি বনাম শির্ক/৩৮

সাক্ষ্য বা শাহাদাতের বাস্তব প্রকাশ/৪৪

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

কালেমা শাহাদাতের মর্মার্থ

আল-কোরআনের সূরা আল-ইমরানের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لا وَالْمَلَائِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ - لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

অর্থ ঃ আল্লাহ্ স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই; ফেরেশতাকুল ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা-যাঁরা সত্য-ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য ও মা'বুদ নেই, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ।

উপরে বর্ণিত বাণী চতুষ্টয় হচ্ছে ইসলামের শাহাদাত বা সাক্ষ্য, যা এই দ্বীনের প্রবেশদ্বার এবং ইসলাম থেকে কুফর-এর পার্থক্য নির্ণয়কারী; এর মাধ্যমেই একজন কাফির মুসলমান হয় এবং একজন ব্যক্তি আল্লাহ্কে চিনতে পারে ও জেনে-বুঝে তাঁর ইবাদত করতে পারে। এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে একাধিক আল্লাহ্র ধারণা বিলুপ্ত হয়, এর দাবী অনুযায়ী ব্যক্তির জীবন-সীমা নির্ধারিত হয় এবং এর আলোকে ব্যক্তি ভালবাসা, শত্রুতা ও শান্তির সময়ে এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এভাবেই একজন মুসলিম তার দ্বীনী ভাইয়ের সাথে ভাষা-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে সম্পর্ক স্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে সূরা হুজরাতের দশম আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ -

অর্থ ঃ মুমিন একে অপরের ভাই। অতঃপর ভাইয়ের মধ্যে পরস্পর আপোষ করে দাও।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমরা সবাই একে অপরের ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলমান অন্য আরেকজন

www.pathagar.com

মুসলমানের ভাই, একজন অন্যজনকে খাটো কিংবা তুচ্ছজ্ঞান ও লজ্জিত করতে পারে না, যেমনটি একজন অমুসলিম তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি করতে পারে। প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার অপর ভাইয়ের জান-মাল ও ইজ্জতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই কারণে কোন মুসলমান রক্ত-মাংসের দিক থেকে নিকটবর্তী যে কোন বিরুদ্ধাচারীর বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে পারে। সূরা মুযাদালার ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمْ ـ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ـ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ـ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ـ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন জাতি তুমি দেখতে পাবে না, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরোধী লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেছে, যদিও তারা উক্ত জাতির লোকদের পিতা, সন্তান, ভাই কিংবা সমগোত্রীয়। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ঈমানকে দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং তাদের পবিত্র রূহ (ফেরেশতা) দ্বারা সাহায্য করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের পার্শ্বে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। এরাই হচ্ছে আল্লাহ্র দল। আল্লাহ্র দলই বিজয়ী হয়।

দেখাই যাচ্ছে যে, এই সাক্ষ্য নিছক কতিপয় দোদুল্যমান ও সংশয়-সূচক শব্দাবলী নয়। এ হচ্ছে এক পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি এবং ব্যক্তি ও ব্যষ্টি জীবনের ব্যাপক এক পরিবর্তনের নাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এই সাক্ষ্যের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য কি? মুসলমান হওয়ার জন্য শুধুমাত্র এর উচ্চারণই কি যথেষ্ট? না কি ব্যক্তির হৃদয়পট ও মনস্তত্বের গভীরে এর কোন শিকড়

www.pathagar.com

প্রোথিত রয়েছে কিংবা ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য গোটা জীবনে এর কার্যকারিতার রয়েছে কোন প্রয়োজন? কোন্‌টা? কেউ যদি ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে এই শাহাদাত (সাক্ষ্য) উচ্চারণ করে যেমনটি পিঞ্জিরাবদ্ধ ময়না পাখী করে থাকে, তাহলেও কি সে মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হবে?

অবশ্যই না। --- এ বিষয়টা শুধু বক্তব্য ও উচ্চারণের ব্যাপার নয়। বরং এ হচ্ছে এই শাহাদাতের মর্মার্থ ও বিষয়বস্তুর প্রতি গভীর ঈমান, বিশ্বাস এবং যথার্থ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাস্তবায়নের ব্যাপার।

এ সাক্ষ্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মুমিনের আচরণে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব-প্রতিক্রিয়াসমূহ বর্ণনার আগে 'ইলাহ' ও এই ধ্বনি থেকে নির্গত শব্দাবলীর আভিধানিক অর্থ জানা আবশ্যক।

'লিসানুল আরব' গ্রন্থের ১৭শ খণ্ডে ইবনে মঞ্জুর উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা-৩৬০-৩৬১) الاله শব্দের অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ্ তায়ালা। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য উপাস্য বিশ্বাসীদের উক্ত উপাস্যসমূহ তাদের اله। 'ইলাহ' এক বচন। এর বহুবচন হচ্ছে الهة। এর অর্থ দাঁড়ায় اصنام বা প্রতিমাসমূহ। তারা ঐসব দেবমূর্তিকে পূজা-ইবাদতের যোগ্য মনে করেই পূজা করে। ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা দেবতাদের বিভিন্ন নাম নির্ধারণ করেছে, যদিও দেবতাদের অনুরূপ কোন গুণাবলী নেই।

'ইলাহ'র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মা'বুদ। এই শব্দটি اله - يأله - الاهه থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হল ইবাদত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ক্বিরাতে এই অর্থের প্রমাণ মিলে। তিনি পড়েছেন ويذرك والهتك

অর্থ ঃ 'তোমাকে ও তোমার ইবাদতকে বর্জন করেছে।'

اله শব্দটি فعال শব্দের ধ্বনিস্বরূপ যা সাধারণতঃ مفعول বা কর্মবাচ্যের অর্থ প্রদান করে। এজন্য এই শব্দটি مألوه অর্থ ঃ মা'বুদ শব্দের অর্থ প্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র নাম হিসাবে ব্যবহৃত اله সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি মূলতঃ اله - يأله - الها এই ধরনের ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ দাঁড়ায়

www.pathagar.com

'পেরেশান হওয়া'। এ অর্থের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্কে اله বলার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্র মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধানী বিবেক ক্লান্ত, শ্রান্ত ও পেরেশান হয়ে পড়ে।

কথিত আছে যে, اله শব্দটি اله – يأله الى كذا এই জাতীয় ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো কোন কিছুতে আশ্রয় গ্রহণ করা।' এ অর্থের দিক থেকে আল্লাহ্কে اله বলার তাৎপর্য এই যে 'সব বিষয়ে কেবল তাঁর নিকটই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।' এই অর্থের ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করে জনৈক সাহিত্যিক নিম্নের বাক্যটি লিখেছেন ঃ الهت الينا والحوادث جمه অর্থ ঃ 'তুমি আমাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছ ও পানাহ নিয়েছ অথচ ঘটনারাজি হল অনেক।'

কেউ বলেছেন ঃ اله প্রকৃতপক্ষে وله শব্দের পরিবর্তিত রূপ। و কে 'ء' দ্বারা পরিবর্তন করে وله কে اله করা হয়েছে। وله শব্দের মূলগত অর্থ হল সমস্ত মাখলুক নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যার নিকট ধাবিত হয়, বিপদ-মুসীবত যার শরণাপন্ন হয় ও আশ্রয় নেয়। মায়ের কোলে শিশু যেমনটি মুখ গুজে আশ্রয় নেয় ঠিক তেমনি অবস্থা।

আবুল হাইসুম বলেছেন ঃ 'ইলাহ'কে অবশ্যই মা'বুদ হতে হবে, উপাসকের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও পরিচালক হতে হবে এবং সর্বোপরি শক্তিমান হতে হবে। যার মধ্যে এ গুণাবলী নেই, সে 'ইলাহ' হওয়ার অযোগ্য। যদিও অন্যায়ভাবে এর উপাসনা করা হয়, তবুও তা স্রষ্টা নয় বরং সৃষ্ট।

মোদ্দা কথা, 'ইলাহ' হচ্ছে সেই সত্তা' যিনি উপাস্য, স্রষ্টা, রিযিকদাতা, হায়াত ও মউত দানকারী, উপকারী, লোকসানকারী ও দোয়া কবুলকারী।

এখন তাহলে শাহাদাতের (সাক্ষ্যের) অর্থ দাঁড়াচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

- **সত্যিকারভাবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।**
- **আল্লাহ্ ছাড়া বিশ্ব-ভুবনের অন্য কোন স্রষ্টা নেই।**
- **আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন রিযিকদাতা নেই।**

www.pathagar.com

● আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন জীবন ও মৃত্যুদানকারী নেই।

● আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কল্যাণকারী ও অকল্যাণকারী নেই।

● আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন দোয়া কবুলকারী নেই।

বস্তুত তিনিই একমাত্র উপাস্য, যাঁর নিকট মস্তক অবনত করা ওয়াজিব এবং উপাসনালয়ের ভেতর ও বাইরে আন্তরিক আগ্রহ ও অনুভূতি নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া অত্যাবশ্যক। তিনি ব্যতীত প্রতিমা কিংবা ব্যক্তি, রাত কিংবা দিন সবই বাতিল। তিনিই আদি ও অনন্ত এবং তিনিই প্রকাশ্য ও গোপন। তিনিই সব কিছুর উপর শক্তিমান।

তিনি যেমন একক 'ইলাহ', তেমনি একক 'রব' বা প্রতিপালকও। তিনি সব কিছু প্রতিপালন করেন এবং সব কিছুর মালিক। তিনি যেমন আসমানের 'ইলাহ্', তেমনি যমীনেরও 'ইলাহ'। তিনি যাবতীয় শরীক ও সন্তানাদি থেকে মুক্ত। তিনি হলেন আসমান-যমীনের নিরংকুশ ও একচ্ছত্র অধিপতি। এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ১৬৩ নং আয়াতে আছে ঃ

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ . لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ .

অর্থ ঃ তোমাদের উপাস্য একজনই এবং তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।

সূরা আস্-সাফ্ফাতের ১-৫ আয়াতে বর্ণিত আছে ঃ

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا . فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا - فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا . إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ .

অর্থ ঃ কাতারের পর কাতার বেঁধে যারা সারিবদ্ধ হয়, তাদের শপথ! তাদের শপথ, যারা ধমক ও শাসন বাণী শুনায়। তাদেরও শপথ, যারা উপদেশ বাণী শুনিয়ে থাকে। তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ শুধু একজনই মাত্র; যিনি যমীন ও আসমানসমূহের এবং এই আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সব জিনিসেরই মালিক, মালিক সব উদয় দিগন্তের।

সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . اَللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ .

অর্থ ঃ বল, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁরও কোন সন্তান নেই। কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়।

এই নিরংকুশ একত্ববাদ– যা অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত এবং কোন শরীক স্বীকারও করে না। এই হল উলুহিয়্যাতের অনন্য বৈশিষ্ট্য যা একমাত্র আল্লাহ্র বেলায়ই প্রযোজ্য। আর এজন্যই 'ইলাহ'-কে সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই শব্দটি কালেমার এমন এক পরিপূর্ণতা বিধানকারী অংশ, যা ছোট বড় সব ধরনের শিরকের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

আপনি যখন انّه لا اله الاّ اللّه 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই'– এই কথার সাক্ষ্য দেন, অতঃপর বলেন وحده لا شريك له 'তিনি এক ও লা-শরীক', তখন আপনি গভীর বিশ্বাসের সাথে নির্ধারিত এই অর্থই গ্রহণ করেন এবং নিজ হৃদয়ের গভীরেও অনুভব করেন এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া।

তিনিই একমাত্র স্রষ্টা যাঁর কোন শরীক নেই, তিনিই রিযিকদাতা, অন্য কোন রিযিকদাতা নেই, তিনিই হায়াত ও মউত দানকারী, এতে অন্য কোন অংশীদার নেই। স্বভাবতই ইবাদত, ভীতি ও চাওয়া-পাওয়া এসব কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

সূরায়ে আন'য়ামের ১৬২-১৬৩ নং আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهٗ . وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ .

অর্থ ঃ বল আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার, মৃত্যু সব কিছু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যাঁর কোন শরীক নেই, বস্তুত আমাকে অনুরূপ কাজের নির্দেশই দান করা হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলিম।

www.pathagar.com

এক আরবী কবি বলেছেন ঃ

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِىْ لِمَنْ أَسْلَمَتْ . لَهُ الرِّيْحُ تَحْمِلُ عَذْبًا زُلَالًا.

অর্থ ঃ আমার মাথা ঐ সত্তার নিকট অবনত হয়েছে যাঁর নিকট স্বচ্ছ ও সুপেয় পানি বহনকারী বাতাসও পদানত।

এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ১১২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ .

অর্থ ঃ হাঁ, যারা আল্লাহর নিকট ইখলাস সহকারে নিজের মাথা অবনত করে, আল্লাহর নিকট তাদের বিনিময় রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

'ইলাহ্'-এর এক অর্থ স্রষ্টা ঃ

الوهية। এর এক অর্থ 'সৃষ্টি করা'। এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ-ই আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি দিন-রাত্রির বিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। তিনি বাতাস ও বীজ সৃষ্টি করেছেন। সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতে রয়েছে ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ . وَإِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ .

অর্থ ঃ তিনি আসমান-যমীনের স্রষ্টা। যখন তিনি কিছু করতে চান তখন বলেন 'হও', আর তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

এই নিখিল বিশ্বে যা কিছু আছে, যেমন যমীন, আসমান, সাগর-মহাসাগর, চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত, মানুষ-প্রাণী ও শুষ্ক-সতেজ, এক কথায় সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি।

এতদ্সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা আছে কি? যালিমদের যাবতীয় বর্ণনা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। সূরা লোকমানের ১১শ আয়াতে আছে ঃ

www.pathagar.com

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۔

অর্থ ঃ এই হচ্ছে আল্লাহ্র সৃষ্টি, গায়রুল্লার কোন সৃষ্টি থাকলে তা আমাকে দেখাও।

তারা যমীনের কোন্ অংশ সৃষ্টি করেছে ? আসমানের কোন্ খুঁটি তারা নির্মাণ করেছে? কোন্ স্রোতস্বিনী কিংবা কোন্ দরিয়া তারা প্রবাহিত করেছে? কে তাদেরকে উপযোগী করে সৃষ্টি করেছে ? কার হাতে তাদের জীবন-মরণ ?

এ প্রসঙ্গে সূরা নামল ৫৯ হতে ৬৪ আয়াত এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۔ اٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ج مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ط اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۔ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ۔ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۔ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔

অর্থ ঃ হে নবী বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং সালাম তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। (তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর), আল্লাহ ভাল, না সেইসব মা'বুদ ভাল, যাদেরকে এই লোকেরা তাঁর শরীক বানাচ্ছে ? তিনি কে, যিনি আসমান ও যমীনকে পয়দা করেছেন এবং

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, পরে এর সাহায্যে শ্যামল শোভামণ্ডিত বাগ-বাগিচা রচনা করেছেন যার গাছ-পালাগুলো উদ্ভূত করা তোমাদের সাধ্য ছিল না ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন মা'বুদও (এ সব কাজে শরীক) আছে কি ? বরং এই লোকেরা সত্য পথ হতে সরে যাচ্ছে।

তিনিই বা কে, যিনি যমীনকে স্থিতি ও বসবাসের জায়গা বানিয়েছেন, তার বুকে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন, এতে পাহাড়-পর্বতের স্তম্ভ স্থাপন করেছেন এবং পানির দুইটি ধারার মধ্যখানে আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছেন ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন মা'বুদ (এ সব কাজে শরীক) আছে কি? (নেই) বরং এদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞমূর্খ। কে তিনি, যিনি ব্যাকুল ও অস্থির ব্যক্তির দোয়া শুনেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে তার কষ্ট দূর করেন ? আর (কে তিনি, যিনি) তোমাদের খলীফা নিয়োগ করেন ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন প্রভু (এই কাজের কর্তা) আছে কি ? তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাক। আর কে তিনি, যিনি স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান ? আর কে স্বীয় রহমতের পূর্বে বায়ুর প্রবাহ পাঠান সুসংবাদ স্বরূপ ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন আল্লাহ্ আছে কি (যে এই কাজ করে) তারা যে শির্ক করে, তা হতে আল্লাহ্ অতি উর্ধ্বে। কে তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং পরে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটান ? আর কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিযিক দান করেন ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন আল্লাহ্ আছে কি (যে এই সব কাজে অংশ গ্রহণ করে) ? বল ঃ উপস্থিত কর তোমাদের দলিল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

'ইলাহ্' এর এক অর্থ রিযিকদাতা ঃ

পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ - (ذاريت : ٥٨)

بِيَدِهِ الرِّزْقُ كُلُّهُ وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থ ঃ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা, শক্তিমান ও ক্ষমতাশীল। (যারিয়াহ-৫৮)

www.pathagar.com

তাঁর হাতেই সমস্ত রিযিক; আসমান ও যমীনের সমস্ত সম্পদের তিনিই মালিক।

সত্যিকার অর্থে তিনিই আসল রিযিকদাতা, সব কারণ ও এর ফলাফলের উর্ধ্বে উঠে তিনি সব মানুষ ও পশুরাজি, দুই পাখায় ভর করা উড়ন্ত পাখী ও যে কোন জীবন্ত সৃষ্টির জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের সূরা হূদের ৬ নং আয়াতে বর্ণিত আছে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ

অর্থ ঃ যমীনের সমস্ত প্রাণীর খাবার ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র উপর। তিনি তাদের থাকার স্থান ও আশ্রয়স্থল সম্পর্কে জানেন। সব কিছুই পরিষ্কার দফতরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সূরা আযযারিয়াতের ২২-২৩ নং আয়াতে রয়েছে ঃ

وَفِى السَّمَاۤءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ـ فَوَرَبِّ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও তোমাদের নিকট প্রতিশ্রুত জিনিস। আসমান-যমীনের প্রতিপালকের শপথ, এটা এমনিতর সত্য ও বাস্তব যেমনটি তোমরা কথা বল।

সূরা ইউনুসের ৩১-৩২ নং আয়াতে একই প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ـ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلٰلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ـ

অর্থ ঃ প্রশ্ন কর আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের খাবার দিচ্ছে,

www.pathagar.com

অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে ? মৃত থেকে কে জীবন দান করে এবং জীবিতকে কে মৃত্যু দেয় ? কে হুকুম দান করে ? অবশেষে তারা সবাই উত্তর দেয় যে, 'আল্লাহ'। আপনি বলুন, তাহলে কি তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করবে না ? তিনিই তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। সত্য গ্রহণ না করলে গুমরাহী ছাড়া আর কি থাকে ? কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছো ?

কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এই যে, রিযিক ও খাবারের দুশ্চিন্তা মানুষের হৃদয়-মন দখল করে রেখেছে এবং তা কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আশংকা ও ধৈর্যহীনতা সৃষ্টি করেছে এবং মানুষের সমস্ত সময় ও চিন্তা-ভাবনা কেড়ে নিয়েছে। তাদের জ্ঞান সংগ্রহ, আত্মীয়তার হক আদায় ও মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করার কোন সময় নেই। ভাত-কাপড় ছাড়া তাদের চিন্তার কোন অবসর নেই। এদের একটা বিরাট অংশ ফরয ছেড়ে দিয়েছে, সালাত বাদ দিয়েছে, কামাই-রোজগার ও রুটি-রুযির অজুহাতে মসজিদ পরিত্যাগ করেছে। আমি এ সম্পর্কে আমার এক বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলাম। আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন। তিনি এর উত্তরে নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন ঃ

ঃ খাবার অন্বেষণ করা ইবাদত।

ঃ আমি বললাম, ঠিকই, তবে এই ইবাদত নিশ্চয়ই গায়রুল্লাহর জন্য।

ঃ এতে সে বিব্রত ও বিহ্বল হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

ঃ আমি তাকে পুনরায় বললাম ঃ তুমি সালাত ছেড়ে, মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেও কি ভাবছ যে, তুমি ইবাদত করছ ? তুমি কি আল্লাহ্র এই বাণী পাঠ করোনি ?

সূরা ত্বাহা ১২৩ নং আয়াত

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا - لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا - نَحْنُ نَرْزُقُكَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى -

অর্থ ঃ তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের সালাত আদায়ের আদেশ দাও আর তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সহিত পালন করতে থাক। আমরা তোমার

www.pathagar.com

নিকট কোন রিযিক চাই না, রিযিক তো আমরাই তোমাদের দিচ্ছি। আর পরিণামে কল্যাণ তাকওয়ারই হয়ে থাকে।

সূরা বাকারার ২৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ـ

অর্থ ঃ শয়তান তোমাদের অভাবের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের পথনির্দেশ করে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দান করেন।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, এই দুশ্চিন্তা মন-মানসিকতা গ্রাস করে ও মানবজাতিকে দুর্ভাবনার গভীর আবর্তে নিক্ষেপ করে। এহেন সীমাহীন ব্যস্ততা শয়তানী চাল ও তার পক্ষ থেকে দেয়া দারিদ্রের মিথ্যা-ভীতি বৈ কিছু নয়। আল্লাহ্ মুমিন ও তাঁর অনুগত বান্দাদের ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের ওয়াদা করেছেন। বান্দার প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল করে আল্লাহ্ তাঁর গোলামদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

সূরা আত্-তালাক-এর ২-৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ـ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য পথ বের করে দেন এবং তাদেরকে ধারণাতীতভাবে রিযিক দান করেন, যা তারা বুঝতেও পারে না।

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, "বস্তুগত স্বার্থ যার মুখ্য চিন্তা, আল্লাহ্ তার সামনে অভাবকে তুলে ধরেন যা তার স্বাভাবিক অবস্থাকে ব্যাহত করে। যদিও শেষ পর্যন্ত দুনিয়ায় সে তার ভাগ্যে যা লেখা আছে এর বেশী কিছু পায় না। সকাল-সন্ধ্যায় সে কেবল অভাব আর অভাব বোধ করতে থাকে। অপরদিকে পারলৌকিক জীবনের চিন্তা যার জীবনে মুখ্য তার অন্তরে আল্লাহ্ ঐশ্বর্যের মনোভাব সৃষ্টি করে দেন এবং তার অবস্থাকে সুস্থ-স্বাভাবিক করেন। তখন পার্থিব উপায়-উপকরণ হস্তগত হলেও সে প্রশান্ত-চিত্ত থাকে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তখন তার সমস্ত মঙ্গলজনক কাজের প্রতি দ্রুত সাড়া প্রদান করেন। (তিরমিযী শরীফ)

এ সত্য যে বুঝতে পারে এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার হৃদয়-মন প্রশান্তিতে ভরে যায়; মানব জীবনে সংকট সৃষ্টিকারী যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তি থেকেও সে মুক্তি পায়। এমতাবস্থায় সে সৌভাগ্যবান ও সন্তুষ্টিবোধ করে। চতুর্দিক থেকে রিযিকের দরজা খুলে যায় ও অভাবিত উপায়ে রিযিক তার নিকট আসতে থাকে। ফলে পরিশ্রম করার পর সে সুখ-শান্তির জীবন যাপন করতে পারে। সে এ থেকে কোন অতিরিক্ত মজুত গড়ে তোলে না। কারণ হল, আল্লাহ মানুষের মধ্যে যে রিযিক বন্টন করেন সে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, ভূত-ভবিষ্যতের ব্যাপারে নির্বিকার এবং আস্থা, আশাবাদ ও শুভ কামনায় তার অন্তর পরিপূর্ণ।

সে সর্বদা ভদ্র কাজ করে, যমীনে চলাফেরা করে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে হিজরত করে। এহেন লোকের জন্য সমস্ত যমীন আল্লাহর হুকুমে অনুগত থাকে।

এ প্রসঙ্গে সূরা মুল্‌ক-এর ১৫ নং আয়াতে আছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ - وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

অর্থ ঃ সেই আল্লাহ্-ই তোমাদের জন্য ভূতলকে অধীন বানিয়ে রেখেছেন, তোমরা চলাচল কর তার উপর এবং ভক্ষণ কর তাঁর দেয়া রিযিক। তাঁরই নিকট তোমাদের পুনরুত্থান হবে।

জীবন ও মৃত্যুদানকারী অর্থে 'ইলাহ' ঃ

আল্লাহ্ হায়াত ও মউত দানকারী। তাঁর হাতেই একমাত্র হায়াত মউতের ফয়সালা। যাকে ইচ্ছা তিনি হায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে মউতের জাম পান করান। মানুষের জীবন একটা নির্ধারিত সময়-সীমার

www.pathagar.com

আওতাধীন। মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে মুহূর্তের জন্যও আগে পরে হয় না। সূরা নূহ-এর ৪র্থ আয়াতে আছে ঃ

اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহর নির্ধারিত সময় সমুপস্থিত হলে নিঃসন্দেহে মোটেই বিলম্ব করা হয় না, যদি তোমরা তা জানতে পারতে (তাহলে দেখতে পেতে)।

বস্তুত জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ্র দুইটি বড় নিদর্শন। সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এগুলো কার্যকর হয়। এ প্রসঙ্গে সূরা মুল্ক ১-২ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ـ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ـ

অর্থ ঃ অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুষ্ঠির মধ্যে রয়েছে সমগ্র সৃষ্টি-লোকের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব। প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই তাঁর কর্তৃত্ব সংস্থাপিত। তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি শক্তিমান ও ক্ষমাশীল।

জীবনকে বৃথা ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে কুরআন সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৬ আয়াতে বলছে ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ـ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ

অর্থ ঃ তোমরা কি ভেবেছ যে, আমরা তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হবে না ? আল্লাহ্ স্বয়ং প্রকৃত বাদশাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। মর্যাদাবান আরশের তিনিই হচ্ছেন মহান প্রতিপালক।

এই আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, বিজ্ঞ আল্লাহ্ই হচ্ছেন একমাত্র লক্ষ্য, যিনি জীবনকে হিকমত সহকারে সৃষ্টি করেছেন। সত্যিকার অর্থে 'জীবনই' অন্তরকে ঈমান ও আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান দিয়ে ভরে দিতে পারে এবং উত্তম

www.pathagar.com

ও পবিত্র কর্ম দিয়ে যমীনকে আবাদ করতে পারে। আর এতে করে মানুষের সময় অপচয়ের হাত থেকে বেঁচে যায়।

মৃত্যু সম্পর্কেও অনুরূপ বলা যায় যে, এটা অনির্ধারিত কিছু নয় কিংবা হঠাৎ এসে যোগ হয় এমনও নয়। যেমনটি কবি যুবাইর বিন আবি সালমা বলেছেন যে,

'আমি মৃত্যুকে হঠাৎ করে আসতে দেখেছি। যার নিকট তা পৌঁছায় সে মৃত্যুবরণ করে। আর যার নিকট পৌঁছায় না সে দীর্ঘজীবী হয় ও বার্ধক্যে উপনীত হয়।'

মূলত মৃত্যু হচ্ছে পূর্ব নির্ধারিত সময় নির্ঘন্ট। কোন ভয়-ভীতি সে সময়কে দীর্ঘায়িত করতে পারেনা কিংবা কোন বিশেষ পদক্ষেপ ও বীরত্ব করতে পারে না তাকে সংক্ষিপ্ত। বস্তুত মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আল্লাহ্র নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে এর মধ্যে কম-বেশী হতে পারে না।

সূরা ফাতিরের ১১শ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ۔ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۔

অর্থ ঃ কাউকে কিতাবে নির্ধারিত হায়াতের বেশী বা কম বয়স দান করা হয় না। নিঃসন্দেহে এ কাজ আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ।

মানুষ আজ সেই ঈমানকে হারিয়ে ফেলেছে যার মূল কথা হল হায়াত আল্লাহ্র হাতে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এটাকে পরিবর্তন করেন। সূরা যুমার-এর ৪২ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۔

অর্থ ঃ তিনি তো আল্লাহ্ই, যিনি মৃত্যুর সময় রূহগুলোকে কবজ করেন। আর যারা এখনো মরেনি, নিদ্রায় তাদের রূহ কবজ করে নেন। পরে যার

www.pathagar.com

উপরই তিনি মৃত্যুর ফয়সালা কার্যকর করেন, একে তিনি আটক করে রাখেন এবং অন্যদের রূহকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু মানুষের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? স্থায়ী ও দীর্ঘ জীবনের লোভ এবং মৃত্যুভয় মানুষকে স্থায়ী দুশ্চিন্তা ও বিরাট দুর্ভাবনার মধ্যে নিপতিত করছে এবং তাদের উত্তম কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসার ব্যাপারে সংশয়ের আবর্তে নিক্ষেপ করছে। তাই তারা আজ হয়ে পড়েছে হীনতা ও নীচতার শিকার।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে 'রব' হিসেবে মেনে নিয়েছে, তাঁকে জীবন ও মৃত্যুদানকারী হিসেবে বিশ্বাস করেছে এবং এ কথার উপর দৃঢ় ঈমান পোষণ করেছে যে, জীবন একটি পূর্ব নির্ধারিত সময়-সীমা যা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতেই নিয়ন্ত্রিত, সে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোন কিছুর ভয় ও আশংকা করে না। উপরন্তু সে এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয় যে, মানুষ যেখান থেকে ফিরে, জীবন শেষে সে সেখানেই গমন করে। ফলে অন্যরা যেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সেখানে সে ভীত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা সে জানে যে, তার হত্যা হত্যা নয় বরং শাহাদাত। এমনকি তার নির্বাসন, দেশ ভ্রমণ ও কারাবরণ সব কিছুই মর্যাদাকর।

অপরদিকে আত্মা যে মৃত্যু এড়াতে চায় সে মৃত্যুকে মানুষ মাত্রই চরম ভয়াবহ ও বিপদ বলে মনে করে যা সংঘটিত হলে হাতের অঙ্গুলী ধারণ করে হলুদ বর্ণ এবং প্রত্যেক অন্তর যার জন্য হয় পেরেশান। সেই মৃত্যু একজন সত্যিকার মুমিনের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রশান্তি ও সৌভাগ্য ছাড়া অন্য কিছুই নয়। শুধু তাই নয়; মুমিনের নিকট মৃত্যু হচ্ছে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে স্থানান্তর এবং এক অস্থায়ী অবস্থা থেকে অন্য এক স্থায়ী অবস্থার দিকে প্রত্যাগমন।

একজন মুসলমান কেবল তখনি পূর্ণ ঈমানদার হতে পারে, যখন সে মজবুত প্রত্যয়ে সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে দৃঢ় মনোভাব সহকারে এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ ক্ষতিকারক কিংবা উপকারী নেই। তখন তার দিল কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য

www.pathagar.com

প্রস্তুত হয়। ফলে সে অন্যের ভয়-ভীতি ও ভালবাসার উর্ধ্বে অবস্থান করে। সে তখন কেবলমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই অবনত হয়, আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনা এবং অন্য কারুর সাহায্যও কামনা করে না। এ প্রসঙ্গে কুরআনের সূরা আন্‌য়ামের ১৭-১৮শ আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ إِلَّا هُوَ - وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ - وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ -

অর্থ ঃ যদি তোমাকে আল্লাহ্ কোন বিপদ দান করেন তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাকে কোন মঙ্গল দান করেন, তাহলে তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর শক্তিধর। তিনি বান্দার উপর পরাক্রমশালী। তিনি সুবিজ্ঞ ও ওয়াকিফহাল।

এদিক থেকে সাহাবাদের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং দুনিয়া জয় করেছিলেন। ন্যায়-ইনসাফ ও সত্যের আলোকে সমাজকে তাঁরা পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন এবং তাঁরা পদানত করেছিলেন তদানীন্তন ইরান ও রোমের মতো বৃহৎ শক্তিদ্বয়কে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্ যা লিখে রেখেছেন তা-ই ঘটবে; অন্য কিছু ঘটতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সূরা আল-ইমরানের ১৭৩-১৭৪ নং আয়াতে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ -

অর্থ ঃ লোকেরা যাদের বলেছে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে, তাদের ভয় কর। একথা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উত্তরে তারা বলেছে; আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং

www.pathagar.com

তিনিই সর্বোত্তম মদদকারী। শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করল যে, তাদের কোন প্রকার ক্ষতি হল না এবং আল্লাহ্‌র মর্জি মুতাবিক চলার সৌভাগ্যও তারা অর্জন করল। বস্তুত আল্লাহ্‌ বড়ই অনুগ্রহকারী।

আজকের মুসলমানদের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, এহেন ঈমান থেকে যাদের অন্তর শূন্য বরং তাদের হৃদয়-মন অন্যের ভয়-ভীতিতে পরিপূর্ণ। সাধারণ মুসলমান আজ মাযারের চৌহদ্দীতে আটকা পড়েছে। মাযারকে তারা পবিত্র তীর্থস্থান মনে করছে, এ থেকে তারা লাভবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে এবং মাযারকেই মনে করছে গযব ও অসন্তুষ্টির উৎস। অথচ আল্লাহ্‌ ইহুদী ও নাসারাদের উপর তাদের নবীদের মাযারসমূহকে উপাসনাগার বানানোর অপরাধে লা'নত বর্ষণ করেছেন।

বস্তুত আজ মুসলমানদের মধ্যে কুসংস্কার বিস্তার লাভ করেছে ও শয়তান তাদের উপরে হয়েছে বিজয়ী। এরই ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ অধুনা যাদুমন্ত্রেও বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করেছে। এগুলো অবিশ্বাস করার জন্য তাদের প্রতি রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশ। অধুনা মুসলমানদের মধ্যে আরো দেখা যাচ্ছে যে, তারা জ্যোতিষী, সহায়-সম্বলহীন ফকীর-দরবেশ, বাদক, গণক এবং গায়েবী জ্ঞানের দাবীদার নারী-পুরুষের নিকট অধিকমাত্রায় ভিড় জমাচ্ছে এবং তাদের নিকট বরকত কামনা করছে ও বিপদ মুক্তির প্রার্থনা জানাচ্ছে। অথচ যাদের অন্তর মিথ্যা ও বাতিল দ্বারা পূর্ণ, এগুলো হচ্ছে কেবল তাদেরই কাজ। আশ্চার্যের বিষয়, বুযুর্গ বলে কথিত কেউ কেউ দর্শনার্থীদের এহেন বিদ্‌য়াতের প্রতি সম্মতি ও স্বীকৃতি প্রদান করতেও কসুর করছে না! ফলে দর্শনার্থীরা এসব নির্বোধ মন্দ লোকের কথার উপর আস্থা আনতে দেরী করে না। এদের দৌরাত্মের ফলেই পেঁচা ও কাকের ডাককে তারা অশুভ মনে করতে শুরু করেছে। তারা এগুলোর কোনটাকে ক্ষতিকর ও কোনটাকে উপকারী বলে মনে করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। এ প্রসঙ্গে জনৈক আরবী কবি বলেন, তোমার জীবনের শপথ; পাথর নিক্ষেপকারী জানবে না, পাখীর আওয়াযও বুঝবে না যা আল্লাহ্‌ করতে চান।

www.pathagar.com

বস্তুত আজকের দিনের মুসলমানদের অন্তর গায়রুল্লাহর ভীতির দ্বারা পরিপূর্ণ। তারা আজ মৃত্যু, দারিদ্র্য ও রোগ-শোককে ভয় পায়। এমনকি শাসকের কর্তৃত্বে আল্লাহ্-বিরোধী শক্তির দাপট ও মদ-মত্ততাকেও ভয় পায়। তারা বুযুর্গদের অসন্তুষ্টি, যাদুকরের যাদু ও মাযারের অভিশাপের ভয়ে অস্থির। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়-জন্মের পর থেকেই মুসলমানদের যেন অন্ধকারের ভয়, ভূতের প্রভাব ও জ্বীন শয়তানের অসহায় দাপটের মধ্যেই লালন-পালন করে গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে এগুলোর প্রতি আজ তাদের এতটা অসহায় আনুগত্য। এ জন্যই হয়তো আজ মুসলমানগণ জিহাদ থেকে বিরত, জনতার ভিড় থেকে পলাতক, মাল-সম্পদের ব্যাপারে কৃপণ এবং উপদেশ প্রদানে কুণ্ঠিত শুধু তাই নয়, মুসলমানদের অবস্থা অধুনা এতটাই সকরুণ যে, তারা আজ রাত্রের অন্ধকারকে পর্যন্ত ভয় পায় এবং অন্ধকারের শক্তিতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে জনৈক আরবী কবি বলেন ঃ

শক্তি বিস্তারকারী ও শত্রুতাকারীকে সে মা'বুদ বানিয়ে নেয়

যে কুকুর তাকে কামড়ায় সে কুকুরের সে হয় সেবাদান–

মূলত এই অবস্থা থেকেই সূচনা হয়েছে আজকের মুসলমানদের যাবতীয় লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার। সংখ্যায় অনেক থাকা সত্ত্বে আজ তারা দুর্বল, নিজ ঘরেই আজ তারা অপমানিত। আভ্যন্তরীণ কোন্দলে চরম বিপর্যস্ত। তাদের আজ কোন কোন ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ বলে মনে হলেও বাস্তবে তাদের অন্তর পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বস্তুত আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত নিম্নের সহীহ হাদীসটি আজকের মুসলমানদের জন্য হুবহু প্রযোজ্য। যে হাদীসে রসূল (সা) বলেছেন ঃ অন্যান্য জাতি অচিরেই তোমাদের বিরুদ্ধে তরকারি যেমনভাবে পেয়ালার সাথে লেগে থাকে তেমনি করে মজবুতভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানরা কি তখন অপমান ও অসম্মান সম্পর্কে বুঝতে পারবে না এবং এই অবস্থা কি আমাদের সংখ্যাল্পতার জন্য হবে? রাসূল (সা) বলেন ঃ না, বরং সংখ্যার দিক থেকে তোমরা হবে অনেক বেশী। কিন্তু তখন তোমাদের অবস্থা হবে বন্যায় ভেসে যাওয়া বিচ্ছিন্ন তৃণ খণ্ডের মত। আল্লাহ্ দুশমনদের অন্তর হতে

www.pathagar.com

তোমাদের ভীতি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহান' ঢেলে দেবেন। সাহাবারা প্রশ্ন করলেন ঃ 'ওয়াহান' মানে কি ? রাসূল (সা) বললেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে 'দুনিয়াপ্রীতি' ও মৃত্যুভীতি।

আজকের মুসলমানদের অবস্থা যখন এই, তখন তাদের মাতৃভূমি যে ছিনিয়ে নেয়া হবে, তাদের মান-ইজ্জত যে ধ্বংস হবে, ফিলিস্তিনের মত পবিত্র ভূমিও যে জোর করে গ্রাস করা হবে এবং তারা যে পরাধীন হয়ে থাকবে তাতে আর বিচিত্র কি ? শুধু কি তাই ? এই অবস্থার ঘোরে পড়েই লক্ষ লক্ষ মুসলিম শরণার্থীর জন্য আজ বিভিন্ন জাতির নিকট খাদ্য সাহায্যের আবেদন জানাতে হয়। আর সেই শরণার্থীরা লক্ষ্যহীন পথযাত্রীর মত ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এটাই হচ্ছে অনিবার্য পরিণতি, যে প্রসঙ্গে আল্লাহ্ কুরআনে সূরা বাকারার ২৪৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ـ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ـ

অর্থ ঃ আপনি কি তাদের দেখেন নি যারা হাজারে হাজারে মৃত্যুর ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল এবং যাদেরকে আল্লাহ্ বলেছেন মরে যাও; অতঃপর আল্লাহ্ তাদের পুনরায় জীবিত করেছেন ? সূরা জুমুয়ার ৮ম আয়াতে আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ـ

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি বলে দিন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাইছ, তা অবশ্যই তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।

মূলত ফিলিস্তিনে যা ঘটেছে, বহু জায়গায় সে ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। যেমন– তুরস্ক, বুলগেরিয়া, জাঞ্জিবার, চাদ ও আরব উপসাগরীয় দেশসমূহে।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে উপরোক্ত রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সাথে দ্বীনি আকীদার সম্পর্ক কি ? এর উত্তর খুব সহজ। আজ মুসলমানের অন্তর

www.pathagar.com

থেকে ইজ্জত-সম্মানের অনুভূতি লোপ পেয়ে গেছে, তাদের আল্লাহ্‌ভীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে; তাদের বিবেক থেকে ইসলামের সঠিক উপলব্ধি মুছে গেছে আর তাদের মগজ মিথ্যা ও কুসংস্কারে ছেয়ে গেছে। ফলেই তারা আজ এমন এক বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীর রূপ ধারণ করেছে যারা আজ অন্যের বেত্রাঘাত দ্বারা শুধু পরিচালিত নয়, নিজস্ব কামনা-বাসনার অন্ধ মোহ আজ তাদেরকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে।

ইসলামী আকীদা সম্পর্কে যার প্রজ্ঞা গভীর, তিনি ভাল করেই জানেন যে, একই হৃদয়ে ইসলামের মহান বিশ্বাস এবং নীচতা-হীনতা সমভাবে অবস্থান করতে পারে না। বিবেকের পাশাপাশি লাগামহীন কল্পনা ও ভ্রান্তি অনুমোদন পেতে পারে না এবং সর্বোপরি বিশ্বাসী হৃদয় আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারুর ভীতি ও আশাবাদ পোষণ করতে পারে না। স্বয়ং রাসূলে কারীম (সা) স্বীয় সাথী-সঙ্গীদের এই সুস্পষ্ট পথে প্রশিক্ষণ দান করে গেছেন। ফলে তদানীন্তন মুসলমানগণ শুধু অপরের নিকট সম্মানিতই ছিলেন না; একই সাথে তাঁরা ছিলেন অন্যের ভীতির কারণও।

ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী শরীফের বিশুদ্ধ হাসীস গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে সওয়ারীতে বসা ছিলাম। রাসূল (সা) আমাকে বললেন, "হে বৎস! আমি তোমাকে কিছু শিখিয়ে দেব ঃ আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখ, আল্লাহ্‌ও তোমাকে স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখলে সর্বদা তাঁকে তোমার সামনে পাবে, কিছু চাইতে হলে শুধু আল্লাহ্‌র নিকট চাইবে। জেনে রাখ, সমস্ত মানবজাতিও যদি একসাথে মিলে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তারা কোন উপকারই করতে পরবে না, হ্যাঁ, ততটুকু পারবে যতটুকু আল্লাহ্‌ নির্ধারণ করে রেখেছেন। ঠিক তেমনি সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোন অকল্যাণ সাধন করতে চায় তারা তা পারবে না, ঠিক ততটুকুই পারবে যতটুকু লেখা আছে। কলমের লেখা শুকিয়ে তা চূড়ান্ত হয়ে গেছে ও ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে নির্ধারিত।"

কুরআনের বহু আয়াতে একই অর্থবোধক বক্তব্য বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌ কুরআনে ঈমানের শক্তি, মুমিনের ইজ্জত এবং হক-এর মুকাবিলায়

www.pathagar.com

বাতিলের অসারতা সম্পর্কে অনেক উদাহরণ সহকারে আলোচনা করেছেন।

ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, মুশরিকগণ ইবরাহিম (আ)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তিনি তাদের মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে ছিলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় ঈমানের অগ্নি পরীক্ষাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন। হযরত মূসা (আ) ফিরাউনকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং ফিরাউন অবশেষে পরাজিত হয়েছিল।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মুশরিকদের সম্মুখেই প্রকাশ্যে আল্লাহর কালেমার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই কালেমার ধ্বনি প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে এমন অসংখ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁরা সমস্ত বাধা-বিপত্তি মর্দে-মুমিনের মতই মুকাবিলা করেছিলেন।

আজ মুসলমানদের সবচাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে আল্লাহ্র ভয় ও ভালবাসা দিয়ে অন্তরকে পরিপূর্ণ করা। সাথে সাথে একথাও বিশ্বাস করা তাদের একান্ত প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ যে সব বিপদ-মুসীবত নির্ধারিত করে রেখেছেন, শুধু তাই পৌঁছুবে, অন্য কিছু নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন ঃ

لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ دَرَجَةَ الْإِيْمَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا اَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ -

অর্থ ঃ কোন লোকই ঈমানের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে এ কথা বুঝবে যে, আজ তার উপরে যে বিপদ এসেছে তা না এসে তাকে অতিক্রম করার কথা ছিল না এবং যা তাকে অতিক্রম করে গেছে, তা তার উপর সংঘটিত হওয়া নির্ধারিত ছিল না।

মুসলমানরা যখনই আল্লাহ্র সাথে মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করে এবং যথার্থভাবে তাঁর হুকুম পালন করে তখন অন্য কেউ তাদের উপর বিজয়ী হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে সূরা মুহাম্মদের ৭ম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ -

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান মজবুত করে দেবেন।

ইমাম আহমদ (র) হযরত আতা-আল্-খুরাসানী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ওহাব বিন মুনাব্বিহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করছিলেন। আমি তাঁকে এই পবিত্র জায়গায় স্মরণ রাখার জন্য একটি হাদীস বর্ণনা করতে অনুরোধ করি।

অতঃপর তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট ওহী পাঠিয়ে বলেছিলেন, আমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ, আমার বান্দাদের মধ্যে যদি কোন গোলাম মখলুকের কারুর মুখাপেক্ষী না হয়ে আমার সাথে মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আমি যদি তার নিয়ত সম্পর্কে জানি, তাহলে সাত আসমান, সাত যমীনের বাসিন্দাদের সবাই যদি বিপদ দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলে তবুও আমি তার উদ্ধারের পথ খুলে দেব। পক্ষান্তরে, আমার সম্মান ও মহত্ত্বের কসম, আমার বান্দাদের কেউ যদি আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করে আমার সৃষ্টজগতের কারুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তার নিয়ত সম্পর্কে যদি আমি জানি, তাহলে আমি তার হাত থেকে আসমানের সংযোগ কেটে দেই এবং তার পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নেই। অতঃপর সে যদি কোন উপত্যকা-অধিত্যকায়ও গিয়ে ধ্বংস হয়, সে ব্যাপারে আমি কোন ভ্রুক্ষেপ করি না।

দোয়া কবুলকারী অর্থে 'ইলাহ্' ঃ

একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কল্যাণকারী ও অকল্যাণকারী নেই। আল্লাহ হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আসমান ও যমীন পরিচালনা করেন। তাই আসমান-যমীনের যাবতীয় বিপদ-মুসীবত তাঁরই হুকুমে আসে। ভয় এবং আশাবাদ একান্তভাবে তাঁর সাথেই সংশ্লিষ্ট। সৃষ্টিজগতের আর কারুর সাথে নয়। ভীতি প্রদর্শন যেমন ভয় প্রদানকারীর প্রতি কৃত্রিম সম্মান সৃষ্টি করে ও শক্তিধরের প্রতি ভীতি সৃষ্টি করে, আশাবাদ ঠিক তেমনিভাবে নিয়ামতদানকারীর প্রতি আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

আল্লাহর নিকট সঠিক দাসত্বের অর্থ হল ভয়-ভীতি, আশা-নিরাশা ও দুঃখ-দৈন্যের সময় খালেস দোয়া ও বিনম্র নামাযের মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহর আকর্ষণ সৃষ্টি করা।

দোয়া হল ঈমানের নির্ভরযোগ্য বহিঃপ্রকাশ, ইবাদতের সারবস্তু ও দৃঢ় বিশ্বাসের মর্মবাণী। দোয়া বস্তুত নবীদের অনুসৃত নীতি বা সুন্নাত। সূরা আম্বিয়ার ৯০তম আয়াতে রয়েছে ঃ

كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِىْ الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ـ وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) নেক কাজে অগ্রগামী ছিল এবং আশা ও ভীতির সময় আমাদের নিকট দোয়া করত এবং তারা ছিল আমাদের প্রতি ভয়পোষণকারী।

সূরা 'আস্-সাফ্ফাত'-এর ৭৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে ঃ

وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ـ

অর্থ ঃ নূহ আমাদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করে, সে কত উত্তম সাড়া প্রদানকারী।

পৃথিবীতে এমন নবীর অস্তিত্ব বিরল, যিনি একনিষ্ঠভাবে দোয়া করেননি, করুণভাবে আল্লাহকে ডাকেননি, অশ্রুসিক্ত হননি এবং এমতাবস্থায় দীর্ঘ সিজদায় সময় কাটিয়ে দেননি। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে নবীরা আল্লাহর রহমত নাযিলের দোয়া করেছেন এবং বাতিল শক্তি ও শাসকের উপর বিজয় লাভ করার জন্য সকরুণ ফরিয়াদ করেছেন।

দোয়া কবুল করা যেহেতু আল্লাহর প্রভুত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং যা আর কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়, সেহেতু আমাদের এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা কর্তব্য যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দোয়া কবুলকারী হতে পারেন না। তিনি এমন সত্তা, যাকে আমরা বিপদ-মুসীবতের সময় ডাকি এবং আশা-নিরাশায় যার নিকট প্রার্থনা করি। যিনি বিনা কার্পণ্যে আমাদের দোয়া কবুল করেন।

www.pathagar.com

সূরা মুমিনের ৬০ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ -

অর্থ ঃ তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।

আল্লাহ্ ব্যতীত আর সবাই দুর্বল বলে কারুর পক্ষে দোয়া কবুল করা সম্ভব নয়। সূরা রা'দ-এর ১৪ নং আয়াতে আছে ঃ

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ - وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلاَّ فِيْ ضَلٰلٍ -

অর্থ ঃ দোয়া কবুল করার একমাত্র অধিকার কেবল আল্লাহর। আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করা হয় তারা সামান্যতম সাড়া প্রদানেও অক্ষম। যেমন কেউ হাতের অঞ্জলি ভর্তি করে পানি মুখে দিতে চাইলে যদি তা মুখে না পৌঁছে, ব্যাপারটা সেরকম। কাফিরদের দোয়া ব্যর্থ।

যদি আপনি কোথাও কাউকে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে ডাকতে, অন্য কারুর সাহায্য কামনা করতে এবং বিপদ-মুসীবত দূর করার জন্য অন্য কারুর আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেন, তাহলে নিশ্চিত বুঝবেন যে, সে মুশরিক। যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে, খানায়ে কা'বা তওয়াফ করে ও এর খুঁটি চুম্বন করে। এহেন লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। সূরা হজ্জ্ব-এর ১১, ১২, ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُنِ اطْمَاَنَّ بِهٖ - وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ - ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ - يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ - ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ - يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗ

www.pathagar.com

أَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ - لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ -

অর্থ ঃ লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহর বন্দেগী করে ? কল্যাণ দেখলে নিশ্চিত হয় আর যেই কোন বিপদ দেখা দেয় অমনি পেছনে সরে যায়। তার ইহকাল ও পরকাল দু'টাকেই সে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটা হল সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসান। অতঃপর তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে সেই সব জিনিসকে ডাকে, যারা না তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে, না পারে তাদের কোন কল্যাণ করতে। এটা হল চরম গুমরাহী। সে তাদেরই ডাকে, যাদের ক্ষতি তাদের উপকারিতার অতীব নিকটবর্তী। নিকৃষ্টতম তার বন্ধু, জঘন্যতম তার সাথী।

সূরা ইউনুসে ১০৬ নং আয়াতে আল্লাহ আরো ফরমান ঃ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থ ঃ তুমি আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে ডেকো না, যা তোমার কোন উপকার-অপকার করতে পারে না; এরপরও যদি ডাক, তা হলে নিঃসন্দেহে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ সূরা আ'রাফে ১৯৪ আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া আর যাদের নিকট প্রার্থনা কর, তারা তো তোমাদের মতই দাস। এরপরও যদি তোমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস কর তাহলে তাদের ডাকতে থাক এবং তারাও তোমাদের দোয়া কবুল করতে থাকুক।

সূরা ফাতির-এর ১৩শ ও ১৪শ আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ - وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ - إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ - وَلَوْ

www.pathagar.com

سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ـ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ـ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ـ

অর্থ ঃ সেই আল্লাহই তোমাদের রব। বাদশাহী তাঁরই। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদের তোমরা ডাকো, তারা একটি তৃণখণ্ডেরও মালিক নয়। তাদের ডাকলে তারা তো তোমাদের দোয়া শুনতে পায় না, শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। আর কিয়ামতের দিন এরা তোমাদের শির্‌ক অস্বীকার করবে। প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে এমন নির্ভুল খবর একজন ওয়াকিফহাল ছাড়া তোমাদের আর কেউ দিতে পারে না।

সূরা ইসরার ৫৬তম আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ـ

অর্থ ঃ তাদের বল, সেই মা'বুদদের ডেকে দেখ, যাদের তোমরা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের কর্মকর্তা) মনে কর। এরা তোমাদের কোন কষ্ট লাঘব করতে পারে না, না পারে তা বদলাতে।

সূরা আন'য়ামের ৭১ আয়াতে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ اَنَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ـ لَهٗ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ـ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ـ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ বল, আমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবো, যারা না আমাদের উপকার করতে পারে কিংবা পারে ক্ষতি করতে কিংবা আল্লাহ হেদায়াত দান করার পর পুনরায় পশ্চাৎ দিকে ফিরে যাবো ? (তা'হলে তো ঐ ব্যক্তির মত অবস্থা হবে) যাকে শয়তান (জনপদহীন) পথ-প্রান্তরে পথ ভুলিয়ে হয়রান-পেরেশানীতে ঘুরিয়ে মারছে (এবং সে পথের দিশা পাচ্ছে না) এমতাবস্থায় শয়তানের সঙ্গীরা (তথাকথিত) হেদায়েতের দিকে তাকে

www.pathagar.com

ডেকে বলবে, আস আমাদের নিকট। তুমি বল, হেদায়াত তো কেবল মাত্র আল্লাহ থেকেই আসতে পারে। বিশ্ব জগতের রব-এর হুকুম মানার জন্যই কেবল আমরা আদিষ্ট হয়েছি।

বুযুর্গ ভক্তি বনাম শির্‌ক ঃ

পবিত্র কুরআন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ ভিন্ন আর কোন সত্যিকার দোয়া কবুলকারীও নেই। পক্ষান্তরে, আল্লাহর পথের এমন বহু ডাকাত রয়েছে যারা লোকদের নিকট অন্যায় কাজের সৌন্দর্য তুলে ধরে এবং তথাকথিত বুযুর্গী ও যোগ্যতার বদৌলতে তাদের কৃত শিরকগুলো বৈধ ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য গলদঘর্ম হয়ে চেষ্টা চালায়। তবে একথা ঠিক যে, নেককার লোকদের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণ সহজ সরল মানুষ তা বুঝতে পারে না বরং কে নেক্‌কার আর কে ধোঁকাবাজ সে ব্যাপারে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। তারা কোন বুযুর্গের প্রতি এমন মাত্রাতিরিক্ত ভালাবাসা দেখাতে শুরু করে যার ফলে সেই বুযুর্গ আল্লাহর মতই ঘটনা সংঘটন ও পরিচালনার ব্যাপারে ক্ষমতাবান হিসেবে পরিগণিত হন। এটা স্পষ্টত শির্‌ক। শুধু তাই নয়। এই সব সাধারণ মানুষ এই বুযুর্গগণকে দোয়া কবুলকারী, সন্তানদের রিযিকদাতা ও বিপদ থেকে পরিত্রাণকারীর পর্যায়ে পৌঁছায় এবং এভাবেই তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে। এছাড়াও তারা নানা ধরনের মানত করে এবং এমন সব বিশ্বাস পোষণ করে যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারুর ব্যাপারে পোষণ করা যায় না।

এগুলো হচ্ছে পরিষ্কার শির্‌ক। এই শির্‌ক আল্লাহ্ কুরআনে নিষিদ্ধ করেছেন এবং নবী (সা)-এর হাদীসেও এই শির্‌ক সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধ রয়েছে। বুযুর্গ লোকেরাও যুগে যুগে এ ধরনের শির্‌ক থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে গেছেন।

আবদুল কাদের জিলানী (র) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্ বিমুখ, মখলুকের মুখাপেক্ষী ও আল্লাহর সাথে শিরককারী! আর কতকাল এভাবে তাদের

www.pathagar.com

নিকট যাবে ? তারা তোমার কি উপকার বা অপকার সাধন করতে পারে ?

অথচ এদের হাতে না আছে লাভ-ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা কিংবা কিছু দান করা ও নিষেধ করার যোগ্যতা। বরং লাভ-লোকসানের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, এদের মধ্যে এবং অন্যান্য নির্জীব পদার্থের মধ্যে এ বিষয়ে বিন্দু পরিমাণ পার্থক্যও নেই।

"মালিক একজন, ক্ষতি ও উপকার সাধনকারী একজন, প্রশান্তি দানকারী একজন, শক্তিধর একজন এবং নিয়ন্ত্রণকারী একজন। দাতা, নিষেধকারী, স্রষ্টা ও রিযিকদাতা হচ্ছেন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একজনই।"

আবদুল কাদের জিলানী (র)[১] আরো বলেন ঃ যা কিছু সৃষ্ট তা দুর্বল। এরা মানুষের ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং এদের উপর লাভ-ক্ষতির কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাঁর কার্যাবলী তোমার ও তাদের সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। অতীত ও ভবিষ্যতের সব ঘটনার জ্ঞান আল্লাহর নিকট বিদ্যমান। তওহীদবাদী নেককার লোকদের আচরণ এর জ্বলন্ত সাক্ষী বহন করে। বীর সেই ব্যক্তি, যার অন্তর আল্লাহ্ বিরোধী ধ্যান-ধারণার কলুষতা থেকে মুক্ত। তিনি আরো বলেন ঃ যার উপর তুমি নির্ভর কর সে তোমার 'ইলাহ'; যার নিকট ভয় ও আশা পোষণ কর সে তোমার মা'বুদ; যাকে লাভ ক্ষতিতে দেখ; আল্লাহকে যদিও এসব কাজ নিজ হাতে পরিচালনা করতে দেখ না, তথাপি, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই তোমার প্রভু। স্মরণ রেখ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে লাভ-ক্ষতির কারণ মনে করে, সে আল্লাহর গোলাম নয়। সে হচ্ছে ঐ শক্তির গোলাম যার হাতে উক্ত ক্ষমতা আছে বলে সে মনে করে।[২]

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) সত্য কথাই বলেছেন। তিনি নিজে

---

১. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) ছিলেন একজন আলেম ও অতীত ইমামদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। আজকাল যে সব কুসংস্কার ও বাতিল বিষয়কে জড়িয়ে তাঁকে সম্বোধন করা হয় এবং তাঁর নামে যে সব তওহীদ বিরোধী কথা ও কাজ আরোপ করা হয় তিনি এগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

২. আবুল হাসান আলী নদভী কর্তৃক রচিত رجال الدعوة والفكر في الاسلام গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

শির্‌ক থেকে মুক্ত এবং মুশরিকদের থেকে ছিলেন পবিত্র।

কিয়ামাতের সাক্ষ্য দিবসে পুনরায় তিনি তাদের থেকে পবিত্রতা অর্জন করবেন যেমন অনুসারীদের বাড়াবাড়ি থেকে হযরত ঈসা (আ)-এর পবিত্রতা লাভ। তারা তাকে মা'বুদ মনে করে। এ প্রসঙ্গে কুরআন এক বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেছে। সেখানে নবী ও নেককারদের উপর এহেন ঘৃণ্য কাজের দায় চাপানোর বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর প্রতি নবীদের আদব-কায়দা ও তাঁর মহত্বের প্রতি তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় এবং তাঁর সামনে তাদের সঠিক অবস্থা কি তা তুলে ধরা হয়েছে।

কুরআনে সূরা মায়েদার ১১৬-১১৯ আয়াতে বর্ণিত আছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ
وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ
مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ـ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ
وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ـ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ مَا قُلْتُ لَهُمْ
اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ـ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ـ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ
عَلَيْهِمْ ـ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ـ
وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ
يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ـ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ـ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ ذٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

অর্থ ঃ যখন আল্লাহ ঈসা (আ) কে প্রশ্ন করবেন, "হে ঈসা বিন মরিয়ম!

www.pathagar.com

তুমি কি লোকদেরকে বলেছ যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আমি ও আমার মাতাকে আল্লাহ্ বানাও ?” ‘ঈসা উত্তরে বলবেন, “প্রভু আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি, যে কথা বলার কোন অধিকার আমার নেই সে কথা কিভাবে আমি বলে থাকবো ? যদি আমি বলে থাকি তাহলে তা তো তুমি জান। আমার অন্তরের খবরও তুমি জান, অথচ আমি তোমার অন্তরের খবর জানি না। তুমিই গায়েব সম্পর্কে সবজান্তা। তুমি আমাকে যা বলার নির্দেশ দিয়েছিলে আমি তাই শুধু বলেছি। আমি বলেছি- তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর। তাদের মধ্যে আমার অবস্থানকাল পর্যন্ত আমি এর সাক্ষী ছিলাম। আমাকে তুমি যখন তুলে নিলে তখন তো তুমিই তাদের পরিদর্শক ছিলে। সব কিছুর উপর তুমি নিজেই উত্তম সাক্ষী। যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও তা হলে তারা তোমারই দাস আর যদি তাদের ক্ষমা কর তা হলে তুমিই শক্তিধর ও বিজ্ঞ।” অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন ঃ “আজকের এই দিনটি হচ্ছে সেদিন, যেখানে সত্যতা সত্যবাদীদের কল্যাণে আসবে এবং তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত হবে। তারা এখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে।” আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। এটাই হচ্ছে মহান সাফল্য।’

আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে কুরআনে বর্ণিত যোগ্যতা ও সত্যবাদিতা বিদ্যমান থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। শির্ক থেকে তারা কলুষমুক্ত থাকে, দাওয়াতী কাজে নিষ্ঠা, সম্বোধনে আদব-কায়দা ও মহান আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকে। সমস্ত নেক বান্দা উপরোক্ত পন্থার অনুসারী। আল্লাহর নিকট প্রত্যেকের মর্যাদা তার আমল ও প্রয়াসের উপর ভিত্তি করে নির্ণীত হয়। ব্যতিক্রম হল শুধু তাদের বেলায়, যারা মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের দিকে আহ্বান জানায় ও নিজেদের পূজা করতে বলে। এর ফলে তারা নিজেরা যেমন কাফের হয়, তেমনি তারা অন্যকেও কাফের বানায়। এ প্রসঙ্গে সূরা আল-ইমরান-এর ৭৯-৮০ নং আয়াত বলা হয়েছে ঃ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ

www.pathagar.com

لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ - وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا - أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

অর্থ ঃ কোন মানুষেরই এ কাজ উচিত নয় যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, ক্ষমতা ও নবুয়ত দান করবেন। আর সে এইসব লাভ করে লোকদের বলবেঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার ইবাদত কর বরং সে তো একথাই বলবে যে, খাঁটি আল্লাহওয়ালা হও। যেমন এই কিতাবও এর তাকিদ দিচ্ছে, যা তোমরা নিজেরা পড় ও অন্যকে পড়াও। সে কখনো তোমাদের একথা বলবে না যে, ফেরেশতা অথবা পয়গম্বরদের নিজেদের আল্লাহ্ বানিয়ে নাও। তোমরা যখন মুসলিম, তখন একজন নবী তোমাদের কুফরীর নির্দেশ দেবে তা কি সম্ভব ?' ফেরেশতা ও নবীগণ আল্লাহর প্রিয়তম হওয়া সত্ত্বেও যেখানে তাদের পর্যন্ত আল্লাহর সাথে শরীক করা কুফরী, সেখানে অন্যদের আল্লাহর সাথে শরীক করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে ?

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, জ্ঞান অর্জন করা ও একথার উপর মজবুত বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি বান্দাদের তওবা কবুল করেন, তাদের গুনাহ্, মাফ করেন ও তাদের দোয়া কবুল করেন। তিনিই একমাত্র সত্তা, যিনি বিপদ দূর করেন, মযলুমকে সাহায্য করেন, অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করেন; তিনিই বান্দাদের রিযিকদাতা ও মায়ের গর্ভের সবজান্তা। আল্লাহ ছাড়া কোন 'ইলাহ' নেই। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয় এবং তাঁর রাজ্যে আর কোন শাসক ও মালিক নেই।

ফেরেশতা, নবী-রসূল ও আল্লাহর প্রিয় নেক ব্যক্তিরা এক কথায় সৃষ্টি জগতের সবাই আল্লাহর গোলাম। তাঁরা সবাই লাভ-লোকসান, হায়াত-মউত ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে নিজেদের কিংবা অন্য কারুর জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারবে না। হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী ও রাসূল। তাঁর নিকট কেউ গায়েবের জ্ঞান কিংবা

www.pathagar.com

লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে তিনি সূরায়ে আ'রাফের ১৮৮ নং আয়াতটি পাঠ করতেন ঃ

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ - وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ - وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ -

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহ্ যা চান তা ব্যতীত আমি আমার ভাল-মন্দ কোনটারই ক্ষমতা রাখি না। যদি আমি গায়েব সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমার লাভের পরিমাণ অনেক বেড়ে যেত এবং দুঃখ-মুসীবত কোনদিন আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। (কিন্তু ব্যাপারতো সম্পূর্ণ উল্টো) আমি মোমেনদেরকে শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী ও সুখবর দানকারী।

সূরা জ্বিন-এর ২১-২২ নং আয়াতে আছে ঃ

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا - قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ - وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا -

অর্থ ঃ বল, আমি তোমাদের জন্য না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি, না কোন কল্যাণ করার। বল, আমাকে আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে কেউ রক্ষা করতে পারে না, আর না আমি তাঁর আশ্রয় ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল পেতে পারি।'

এগুলো ছাড়াও সাধারণ মানুষ দোয়ার উদ্দেশ্যে যা করে যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট নজর মানত করা ও উপঢৌকন দান, কবর ও অন্যান্য জায়গা যিয়ারত করা এবং লাভ ও বিপদ মুক্তির জন্য অপেক্ষা করা– এসবই হচ্ছে পরিষ্কার শির্‌ক। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট এই শির্‌ক থেকে পানাহ চাই। সাহায্যকারী বন্ধু হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ্ ও সতর্ককারী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

www.pathagar.com

সাক্ষ্য বা শাহাদাতের বাস্তব প্রকাশ ঃ

এই হচ্ছে মূলত তওহীদ ও 'শাহাদাতে ইসলামের' সত্যিকার অর্থ। এ উদ্দেশ্যেই কুরআন নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল (সা) তার নিরন্তর প্রচার চালিয়ে গেছেন। কালেমার এই অর্থের উপর ভিত্তি করে যখনই কোন মুমিন ঈমান আনয়ন করে, তখনই তার সামনে দুনিয়ার সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায় এবং ঈমানের রূহানিয়াতের উচ্চাসন থেকে যে পর্যন্ত না সে আসমান জমীনের মালিকের সাথে গিয়ে মিলিত হয়, সে পর্যন্ত ক্ষ্যান্ত হয় না।

তাই আল্লাহ ছাড়া কারুর ইবাদত করা কিংবা দুনিয়ায় কাউকে ভয় করা ঠিক নয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারুর নিকট কিছুর লোভ করাও উচিত নয়। কেননা, যে তৌহিদবাদী, যে কালেমার সাক্ষ্যদাতা, যে এ কথায় বিশ্বাস করেছে যে, তার জীবন মৃত্যুর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তার রিযিক আল্লাহর হাতে এবং দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই; যা তাকে নির্ধারিত রিযিক থেকে বঞ্চিত করতে পারে। যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এজন্য তার অন্তর আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় নিবেদিত থাকবে। সে এমনভাবে তার ইবাদত করবে যেন মহান আল্লাহ তাকে দেখছেন। আর এই মনোভাব জয়-পরাজয় সর্বাবস্থার জন্য থাকবে অপরিবর্তনীয়। এমনকি ছোটখাট গুনাহ থেকে বিরত থাকার বেলায়ও এই মনোভাব থাকবে সক্রিয়।

মুমিন বান্দা জমীনের উপর সম্মানিত, ভয় ও ভক্তির পাত্র। দ্বীন, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দিক থেকে সে হবে শক্তিশালী, মানুষের সাথে লেনদেন ও কায়-কারবারে সত্যবাদী; অন্তর হবে তার পবিত্র, জিহ্বা দুরস্ত, সে ওয়াদা পূরণকারী, নেক কাজের প্রতি দ্রুতগামী, সম্মান ও ইজ্জতের ব্যাপারে সে হবে সবার অগ্রণী। সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ
وَالنَّبِيّٖنَ ـ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

www.pathagar.com

وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -

অর্থ ঃ তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোন পুণ্যের ব্যাপার নয় বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও তার নবীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মানবে আর আল্লাহর ভালাবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিকের জন্য, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এতদ্ব্যতীত সালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই. যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে, দারিদ্র, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত তারাই প্রকৃত সত্যপন্থী, তারাই মুত্তাকী।

বস্তুত সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন কুরআনের এই আয়াতেরই মূর্ত প্রতীক। তাঁদের কেউ যখন রাত জেগে নামায ও সিজদারত থাকতেন তখন চোখের পানিতে সমস্ত গণ্ড ভেসে যেত। এ প্রসঙ্গে সূরা সিজদার ১৬শ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -

অর্থ ঃ তাদের পৃষ্ঠদেশ বিছানা থেকে আলগা থাকত।

সূরা আয্-যারিয়াতের ১৭শ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ - وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

অর্থ ঃ তারা রাত্রির কম অংশই নিদ্রামগ্ন থাকে এবং অতি প্রত্যুষে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

www.pathagar.com

রাত অতিবাহিত হয়ে গেলে তাদের পুনরায় যুদ্ধের পোশাকে সওয়ারীর পিঠের উপর আরোহণ করা অবস্থায় দেখা যেত। শত্রুদের সমীপে তাঁরা ছিলেন সিংহের মত বিক্রমসম্পন্ন। ন্যায়ের পথেই তাঁরা তলোয়ার ধরতেন এবং সীমা লংঘনের আগেই সে তলোয়ার তাঁরা কোষবদ্ধ করতেন। সৈনিক হয়েও তাঁরা লোকদের মাঝে আলেম হিসেবে, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ন্যায় বিচারক হিসেবে ভূমিকা পালন করতেন। দুর্বলকে অভয় দিতেন, ছোটকে স্নেহ করতেন ও বড়কে করতেন শ্রদ্ধা ও সম্মান। তাঁরা সত্য বলতেন ও ন্যায় বিচার করতেন। পার্থিব কোন বিষয়ের বিনিময়ে তাঁরা নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতেন না। এমনকি দুনিয়ার সব ধন-সম্পদও তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারত না। যখনই তাঁদের দৃষ্টি আসমানের দিকে পড়ত তখনই অন্তরাত্মা আরশ ও সন্নিকটস্থ বাসিন্দাদের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ত এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি তখন তাঁদের সমস্ত অনুভূতিকে জয় করে নিত। বেহেশতের উপর ঈমান আনার পর মনে হত যেন তাঁরা বেহেশতের আনন্দে অবগাহন করছেন। আবার দোযখের আকীদা স্মরণ হওয়ার পর তাঁরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়তেন এবং সে দোযখ থেকে পানাহ্ চাইতেন।

বস্তুত এসব ব্যাপারে সেই সাহাবীবৃন্দ মহান নেতা রাসূল (সা)-এর বক্তব্যকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতেন এবং তাঁকেই নিজেদের আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করতেন। মহানবীর অনুসৃত পথেই তাঁরা চলতেন, তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করতেন, তাঁর পয়গাম প্রচার করতেন, হাশরের দিনে তাঁর সাথে ওঠার বাসনা পোষণ করতেন। তাঁরা আরো কামনা করতেন যখন নবী (সা)-কে পানির হাউয দান করা হবে তখন তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গী হতে পারেন। কুরআনে সূরা নিসার ৬৯তম আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ـ

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তাদের ঐসব নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক বান্দার সাথে রাখা হবে, যাদের উপর আল্লাহ্ রহমত নাযিল করেছেন। সাথী হিসাবে তারা কতই না উত্তম!'

আমাদের পূর্বসূরী নেককার লোকদের নিকট এটাই ছিল ঈমান ও তাওহীদের সঠিক মর্মার্থ। মূলত তাদের কর্মে ছিল সেই ঈমানের পূর্ণ প্রতিফলন, যে ঈমানের মূল ভিত্তি হল কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা।

প্রিয় ভাই-বোনেরা আমার, ঐসব নেক বান্দার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আপনাদের নফসের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যান। যেসব বিষয় আপনাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সে সব বিষয় সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকবেন। শুধু তাই নয়, বেহেশতের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী লোকেরা আপনাদের ধ্বংস করার জন্য আপনাদের বেহেশতের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়ার প্রচেষ্টায় সর্বদাই তৎপর রয়েছে। এদের ব্যাপারেও আপনাদেরকে থাকতে হবে সদা-সর্বদা সতর্ক ও সাবধান।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى.

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Ahsan Publication

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা, ফোন:৯৬৭০৬৮৬
E-mail: ahsanpublication@yahoo.com